নারীবিদ্বেষমুক্ত সিনেমা নির্মাণের অনুকূলে সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক

সিনেমা নারীবিদ্বেষ ছড়ায় এ অভিযোগ যেমন নতুন নয়, তেমনি জনপ্রিয় সিনেমার দর্শকদের ওপর এর কন্টেন্টের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে, এটাও সর্বজনস্বীকৃত। তবু নারীবিদ্বেষে পূর্ণ সিনেমা বানানো থেমে নেই, কারণ সিনেমায় নারীবিদ্বেষ থাকলে তা সাধারণত ব্যবসাসফল হয়।

হিন্দি সিনেমায় পিতৃতন্ত্রের দাপট কতটা প্রকট, তা পরিমাপ করতে ভারতের মুম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস (টিস) সম্প্রতি এক জরিপ পরিচালনা করে। ২০১৯ সালের বক্স-অফিসে হিট হওয়া বলিউডের ২৫টি বাছাই সিনেমা বিশ্লেষণ করে গবেষকগণ দেখতে পান সেগুলো মূলত যৌনতাবাদী ও পশ্চাৎমুখী। গবেষণা প্রকল্পটির প্রধান অধ্যাপক লক্ষ্মী লিঙ্গম বলেন, বলিউডে ভিন্ন কিছু করার চেষ্টা খুব কমই হয়েছে। কারণ, পুরুষতান্ত্রিকতা সিনেমার গল্পের ধারণা ও বর্ণনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। নির্মাতাদের বিশ্বাস এমন যে এই ধরনের গল্পই দর্শক টানতে পারে, অর্থ আনতে পারে। তাই তাঁরা এই সূত্রের মধ্যেই থাকেন। যদিও আমরা মনে করি এই সূত্রের বাইরে এসেও কিছু হিন্দি সিনেমা নির্মিত হয়েছে।

টালিউড-ঢালিউডের বাংলা সিনেমাও এই সূত্রের বাইরে নয়। আমাদের অনেক জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা যেন যৌন হয়রানি শিক্ষার টিউটোরিয়াল। বিনোদনের ছলে তা শিখিয়ে দেয় কী করে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করতে হয়। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের ২০২১ সালে করা এক গবেষণা প্রতিবেদন বলছে, কিছু টিভি নাটক, সিরিয়াল, ওয়াজ ও বাংলা সিনেমা সমাজে যৌন হয়রানি ও নারীবিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিষয়টিকে অনেকেই সমস্যা মনে করেন না, বরং দেখেন কেবলই বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে। সে কারণে এ নিয়ে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে গবেষণা যেমন নেই, তেমনি নেই এটি বন্ধ করবার প্রয়াসও।

সিনেমায় নারীকে কীভাবে উপস্থাপন করা হবে, সে বিষয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের স্পষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। তবে নীতিমালায় নারীর ওপর সহিংসতার ঘটনা দেখানো যাবে না বলা আছে। এ সত্ত্বেও নায়িকাকে উত্ত্যক্ত বা হয়রানি করার প্রদর্শন নাটক-সিনেমায় চলমান আছে।

উল্লেখ্য যে, টিস-এর জরিপে গবেষকগণ পিতৃতন্ত্রের দাপটের পাশে নারীকেন্দ্রিক সিনেমাগুলোতে কিছুটা আশাবাদ লক্ষ করেছেন। দুঃখজনকভাবে নারী-উপস্থিতি ক্যামেরার সামনে যতটা বেশি, পেছনে ততটাই কম। এটা শুধু বাংলা সিনেমারই বাস্তবতা নয়, অন্য ভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে সিনেমার নির্মাতা যদি নারী হন, তার নির্মিত সিনেমার নারীবিদ্বেষমুক্ত হবার সম্ভাবনা বাড়ে। যদিও নারী নির্মাতা হলেই সিনেমা নারীবিদ্বেষমুক্ত হবে, সে প্রত্যাশা সব সময় সুফলদায়ক হয় না। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর মানসগঠনও সম্পূর্ণভাবে পুরুষতান্ত্রিক জঞ্জাল মুক্ত নয়।

সিনেমা বানানোর মতো প্রযুক্তিনির্ভর কাজে দীর্ঘদিন নারীদের কোনো প্রবেশাধিকারই ছিল না প্রায়। নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে প্রযুক্তি দক্ষতা অর্জন করলেও নির্মাতা নারীর নেতৃত্ব মেনে নেবার মানসিকতা টিমের অধিকাংশের মধ্যেই অনুপস্থিত থাকে। সবচেয়ে বড় কথা প্রযোজকগণ নারী নির্মাতাদের উদ্দেশ্যে পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহ দেখান কম। তাঁরা চান, লগ্নীকৃত পুঁজি বিপুল লাভসহ ফেরত আসুক। এই পরিস্থিতিতেও বাংলা সিনেমায় নারী নির্মাতাদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়ছে এবং নারীবিদ্বেষমুক্ত সিনেমা নির্মিত হচ্ছে। এই ধারাটি বেগবান করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। এটা শুধু নারীর মানুষ হিসেবে গণ্য হবার পরিবেশকেই সমৃদ্ধ করবে তা নয়, বরং বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও নাগরিকদের মনমানসিকতায় একটি গণতান্ত্রিক পরিবর্তনও আনবে।